গাংনীর নওয়াপাড়া বাজার কমিটি গঠন মইনুল ইসলাম সভাপতি মিলন সম্পাদক

গাংনীর নওয়াপাড়া বাজার কমিটির দ্বি-বার্ষিকী বাজার পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে মইনুল ইসলাম সভাপতি ও মিরাজুল ইসলাম মিলন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

আজ শুক্রবার বিকেলে নওয়াপাড়া বাজারের সকল ব্যবসায়ীদের সমর্থনে ২০ সদস্যের একমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সহ সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন, সিদ্দিকুর রহমান ও কোষাধ্ক্ষ মনোনীত হয়েছেন বদিউজ্জামান।

পুরাতন কমিটির সময়সীমা শেষ হওয়ায় পুরতন কমিটি বিলুপ্ত করে নতুন কমিটি গঠন করা হয়। বাজার পরিচালনায় ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা, বাজারের উন্নয়নে নতুন কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখবে বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা।

নতুন কমিটির সভাপতি সম্পাদক সহ সকল সদস্যকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এলাকাবাসী ও ব্যবসায়ীগণ।

কালীগঞ্জের সেই প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠন

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বেজপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিপ্রারাণী সাহা অর্থের বিনিময়ে জীবন কুমার ঘোষকেভুয়া দাতা সদস্য করার ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঝিনাইদহ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জাহাঙ্গীর আলম, তিনি জানান কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা

অফিসার অসিত বরুণ পালকে প্রধান করে দুই সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামী ২০ তারিখের মধ্যে তাদেরকে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও তিনি জানান।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জাহাঙ্গীর আলম বলেন, তদন্ত কমিটিকে নিরপেক্ষ তদন্ত করতে বলা হয়েছে।কালীগঞ্জ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার প্রধান শিক্ষক শিপ্রা রানী সাহাকে শোকজ করেছেন।

উল্লেখ্য,জমি দাননা করেও প্রধান শিক্ষিকার আশীর্বাদে দীঘর্ দিনদাতা সদস্য ছিলেন জীবন কুমার ঘোষ। শিরোনামে বিভিন্ন দৈনিকে সংবাদ প্রকাশিত হয়। এতে এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। নড়েচড়ে বসেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ। জমিদানকারী পরিবারের উত্তরসূরী রবিউল ইসলাম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের নিকট লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

এর অনুলিপি দিয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের মহা-পরিচালক, খুলনা বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষার উপ-পরিচালক, ঝিনাইদহ দূর্নীতি দমনকমিশনের উপ-পরিচালক ও কালীগঞ্জের উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ জেলার সকল প্রেস ক্লাব বরাবর। এ বিষয়ে উপজেলা শিক্ষা অফিসার সেলিনা আক্তার বানুর নিকট অভিযোগ দিলেও তিনি কোন প্রতিকার পাননিবরং দুর্ব্যবহার করে ক্ষমতার দাপট দেখান।

প্রধান শিক্ষক শিপ্রা রাণী সাহা একই বিদ্যালয়ে প্রায় ২৯ বছর চাকরি করার সুবাদে তিনি আধিপত্য বিস্তার করেছেন। এ কারণে তিনি সাধারণ অভিভাবকদের সাথে প্রতিনিয়ত দূর্ব্যবহার করে থাকেন। সময়মত বিদ্যালয়ে হাজির হননা এবং সময়ের আগেই স্কুল ছুটি দিয়ে চলে যান।